Rs. 2.00 PRABINBARTA MONTHLY
প্রবীণবার্তা
মূল্য ঃ ২ টাকা মাসিক

Vol : X Issue : V, 15th, August, 2021 শ্রাবণ, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

অগাস্ট আমাদের মুক্তির মাস। স্বাধীনতার ৭৪ বছর। এবার একটু স্বপ্ন দেখা যাক—

চিন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভুটানসহ সব প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এমনকি পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানে মিশে গেছে আর আমাদের কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমাধান হয়ে গেছে। ফলে সব দেশেরই প্রতিরক্ষা ব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে।

তাই ভারতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি 30 টাকায় নেমে এসেছে; দেশের সর্বত্র চিকিৎসা এবং শিক্ষা বিনামূল্যে পরিবেশিত হবে, তবে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার অনেক বেশি কঠিন করা হয়েছে; এম এল এ/এম পি/কাউন্সিলরদের পেনশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে; নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল ষাটোর্ধ্ব নাগরিকের জন্য মাসিক 5000 টাকা পেনশন নির্ধারিত হয়েছে (সরকারি পেনশনভোগীরা বাদে); নারী, প্রবীণ এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনকে ফৌজদারি আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে।

এটা নিছকই স্বপ্ন। স্বপ্নেই যখন পোলাও খাচ্ছি তখন ঘি ঢালতে কার্পণ্য করি নি। অগাস্ট আমাদের দুঃখের মাসও বটে। রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এ মাসেই প্রয়াত হয়েছিলেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি অগাস্টেই হয়েছিল। স্মরণ করি তাদের সবাইকে।

করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও আশঙ্কা এখনও বর্তমান। তাই মাস্ক পড়ুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং ভিড় থেকে দূরে থাকুন।

আন্তর্সম্প্রদায় বিবাহকে সহজমান্যতা দেবার আন্দোলন

ডা. মৃগেন গাঁতাইত

ধর্মের বিদ্বেষ হানাহানি নিয়ে প্রভূত লেখা হয়েছে এবং হচ্ছেও। মানুষে মানুষের এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে শোষকরা শোষণকে সহজতর এবং দীর্ঘস্থায়ী করে। নিকট অতীতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কত লেখা লিখেছেন। কিন্তু এই সমস্যাগুলো কমছে বলে তো মনে হয় না।

একটা বিষয় আবারও ভাবা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ রাখী বন্ধন করেছিলেন ভাতৃত্ববোধ জাগানোর জন্য— বঙ্গভঙ্গবিরোধী এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি উভয় লক্ষে। এটা ছিল প্রতীকী। এই প্রতীকী অনুষ্ঠানের কিছু প্রভাব অবশ্যই আছে। কিন্তু গভীর অথবা কার্যকরী দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিগত একশ বছরেরও বেশি সময়ে পরিলক্ষিত হয় নি।

আরো কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মিলনোৎসব যেমন পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান করার কথাও ভাবা হয়েছে। কিন্তু সেরকম ফলপ্রসূ বিশেষ কিছু হয়ে ওঠে নি। এখন যেটা ভাবা যেতে পারে তা হল, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ দূর করার জন্য বাস্তবে দুই সম্প্রদয়ের মধ্যে সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করতে সর্বস্তরে উৎসাহ প্রদান করা। একই ভাষাভাষী, একই সংস্কৃতি, একই বাসভূমি, দুই ধর্মের নরনারীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু বিবাহের কথা উঠলেই সংকোচ অবশ্যম্ভাবী। তখনই সম্পর্ক আর এগোতে পারে না। এই সংকোচ দূর করার জন্য সামাজিক গণ-উদ্যোগ গ্রহণ করলে সম্ভবতঃ ফল ভাল হবে। আগেকার দিনে রাজারা যুদ্ধ-বিদ্বেষ এড়ানোর জন্য বিপক্ষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। তাতে কাজ হত।

বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রচারের সাথে সাথে বিদ্যাসাগর বাস্তবে বিধবা বিবাহ সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের ছেলেরও বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। তেমনি, হিন্দু মুসলমান বিবাহকে আরও সামাজিক উদ্যোগে প্রসারিত করলে, উৎসাহিত করলে বিদ্বেষের মানসিকতা নিশ্চয়ই কমবে। 'বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪)' তো আমাদের দেশে চালু আছে। সেই আইন অনুযায়ী, ধর্মান্তরিত না হয়েও ইচ্ছুকরা অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করতে পারে। সে রকম বিয়ে হয় নি তা তো নয়। কিন্তু সে সব বিয়ের সহজ মানসিক মান্যতা এখনও আসে নি। এবার যদি গণ উদ্যোগে সেই বিবাহকে (যদি দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের নর নারীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে) উৎসাহ প্রদান করা হয়, আরও প্রচার করা হয়, সংগঠিত করা হয় তাহলে কিছু বছর পরে তার ফল পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় বিধবা বিবাহ খুব সাফল্য লাভ করে নি, কিন্তু এখন তো ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়।

৫০-৬০ বছর আগে হিন্দুদের অসবর্ণ বিবাহ বাংলাতে বেশ কষ্টকর ছিল। (পারিবারিক মান্যতা খুব কম ছিল)। কিন্তু এখন তো এই বাধা প্রায় নেই, ব্রাহ্মণ এবং মাহিষ্য বিয়ে সহজেই হতে পারে। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহাবস্থান ব্যাপারটাকে অনেক সহজ করেছে। যদিও সম্বন্ধ করে বিয়ের ক্ষেত্রে এখনও অসবর্ণ বিবাহ বেশ পিছনে।

এটা ঠিক যে ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত রয়েছে, সেটা দীর্ঘ দিনের বলেই। পরগাছা বট চারা যখন বাড়ির দেওয়ালে দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে, তখন তা পুরো বাড়িটাকে জীর্ণ ভঙ্গুর করে দেয়। কিন্তু চেষ্টা করলে পরগাছা বট গাছটাকে ছেঁটে-কেটে ধ্বংস করা যাবে নিশ্চয়ই।

বিষাদের বেলায়

মৃণাল দত্ত

ঘরের দরোজায়
বিছানায়
চেয়ারে করোনা বসে আছে
রক্তচক্ষু তার।
মরণের সাথে বিষণ্ন ঘর।
প্রিয়জন ভেসে যায়
ভাগীরথী জলে
মৃতরা চোখের
ভিতর
অবিরত অশ্রুপাতে।

সুখময় ভট্টাচার্য—পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল

পশ্চিমবঙ্গের জনবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক সুপরিচিত অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ডাক্তার সুখময় ভট্টাচার্য (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪১-২৮ এপ্রিল ২০০১)। ফরিদপুর জেলার 'লোন সিংহ' গ্রামে (বর্তমানে এটি বাংলাদেশের মাদারিপুর জেলার অন্তর্গত) তাঁর জন্ম হয়েছিল। পিতা পঙ্কজবিহারী ভট্টাচার্য ও মাতা সুধাংশুবালা দেবীর পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যার দারিদ্র্যের সংসারে তিনি ছিলেন চতুর্থ সন্তান।

স্বাধীনতার অঙ্গ রূপে বঙ্গভঙ্গের ফলে পরিবারের সব সদস্যদের সঙ্গে জন্মভূমি ত্যাগ করে ২৬ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে তৎকালীন কলকাতার উল্টোডাঙ্গার নিম্নবিত্ত এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রথাগত পড়াশোনা শুরু করেছিলেন উল্টোডাঙ্গা হাইস্কুলেই। মেধাবী ছাত্র হিসেবে এই স্কুল থেকে ১৯৫৭ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অষ্টম স্থানের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে I.Sc (১৯৫৯), নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS (১৯৬৪) এবং কলেরা রিসার্চ সেন্টারে ১৯৬৯-১৯৭৩ সময়কালে গবেষণার মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল মাইক্রোবাইয়োলজিতে Ph.D (Medicine) ডিগ্রি লাভ করেন ডাঃ ভট্টাচার্য।

তিনি স্কুলে সব পরীক্ষায় প্রথম হতেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা ও নিবন্ধ রচনায় তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ের পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন সুখময়। আবৃত্তি, বক্তৃতা ইত্যাদিতে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং তারই সঙ্গে অর্জন করেছিলেন লোকপ্রিয়তা। বিজ্ঞানমনস্কতা ছিল তাঁর পারিবারিক সূত্রে সহজাত—খ্যাতনামা প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

ডাঃ সুখময় রেলের সহকারী মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কেরলের পালঘাটে কাজ করেছিলেন কিছুদিন। এর পরে তিনি ১৯৬৯-এ ICMR-এর অধীনে কোলকাতার কলেরা রিসার্চ সেন্টারে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। মৃত্যুকালে সেখানেই তিনি রীডার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জাতীয় জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে অনেকেই যখন নীরব থাকা শ্রেয় মনে করেছেন তখন দুঃসাহসিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুখময় ভট্টাচার্য। গড়ে তুলেছিলেন Scientists Association নামে বিজ্ঞানীদের একটি সংগঠন। পরবর্তীকালে যে চার বিজ্ঞানীর উদ্যোগে Joint Action Committee of Union & Associations of Autonomous Research Institutions (JACARI), West Bengal তৈরি হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই শর্মা সরকার-কমিশন কলকাতার বস্তিবাসী ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বে-আইনী ও অনৈতিকভাবে বিদেশি ওষুধ কোম্পানীর 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহারের ঘটনাকে ১ নং অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ওষুধ কোম্পানীর ওই চক্রান্ত সম্পর্কে লেখালেখি হয়েছিল তৎকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। কিন্তু যেহেতু এই দেশ ভারতবর্ষ তাই অভিযোগ প্রমাণিত হলেও অভিযুক্তরা শাস্তি পায় নি। বরং অভিযোগকারীরা নিপীড়নের শিকার হয়ে কর্মচ্যুত অথবা কর্মত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। এইভাবে ICMR ছেড়ে ডাঃ ভট্টাচার্য ও আমি ১৯৮০-তে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দিই। এখানেও শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় থেকে লাগাতার মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত। এছাড়া চার বছর তিনি সিণ্ডিকেটেরও নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

ওষুধের অপ্রয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে করতেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এদেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা পণ্যে পরিণত হয়েছে এবং জনগণকে তাঁদের স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এরাজ্য তথা দেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুফল পায় শুধু অর্থবানরা। আর গরীবের জন্য বরাদ্দ ঝাড়ফুঁক তাবিজ। প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক কারণে এবং যথাযথ পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্র দেশগুলিতে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। পরিণতিতে অসংখ্য মানুষ যক্ষ্মায় ও প্রতিরোধযোগ্য রোগে মারা যায়। কিন্তু ধনী দেশগুলিতে মাথাপিছু খাদ্য বেশি থাকায় অপুষ্টিজনিত রোগ কম। তবে উন্নত দেশগুলিতেও প্রাচুর্যের অন্তরালে দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য আছে। ফলে সেখানেও দেখা যায় আরেক ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা। অর্থাৎ বলা যেতে পারে মানুষের স্বাস্থ্যহীনতার মূলে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য।

এই উপলব্ধি থেকেই মহান আন্তর্জাতীয়তা সংগ্রামী চিকিৎসক ডাঃ নর্মান বেথুনের (১৮৯০-১৯৩৮) আদর্শকে গ্রহণ করে ১৯৮৩-এর ৪ মার্চ "সুস্থ জীবনের জন্য, সুস্থ মানুষের জন্য, সুস্থ মনের জন্য" নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন নামক সংস্থার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী, সাংবাদিক, চাকুরিজীবী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নর্মান বেথুন আমাদের দায়িত্বে ও কর্তব্যে দীক্ষিত করেন। এখানেই আমরা সঠিক নিশানা পেয়েছিলাম। আমরা জানতে পেরেছিলাম কোন দুর্গ ভাঙতে হবে, কোন দুর্গ গড়তে হবে। আমাদের সংগঠনের আশু লক্ষ্য ছিল:

- চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত করা।
- মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষণ।
- অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ করা।
- মানুষকে পরীক্ষামূলক প্রাণী হিসেবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা।
- ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার দাবি করা।

ডাঃ ভট্টাচার্য ছিলেন এই সংস্থার কর্মসচিব, পুস্তক/পুস্তিকা এবং পত্রিকার (দেহ-মন-সমাজ)-এর সম্পাদক।

১৯৭৪ সাল থেকেই আমরা দেশ-বিদেশে বহু সেমিনার, আলোচনাসভা ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করি। বাংলাদেশে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়োজিত তিনটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম, যার মধ্যে দুটিতে ডাঃ ভট্টাচার্য আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে অসামান্য কর্মধারার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪ সালে মেঘনাদ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে ছিলেন আমাদের সংগঠনকে। আর এর নেপথে ডাঃ ভট্টাচার্যের অবদান সর্বজনবিদিত।

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের আরেক ব্যাপ্তি ঘটেছে ১৯৮৮ সাল থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের অঙ্গনে। কাটোয়ায় 'আনন্দনিকেতন' এবং লাভপুরের 'শান্তিশঙ্কর মনোবিকাশ কেন্দ্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ডাঃ ভট্টাচার্য। ছাত্রজীবন থেকে গড়ে ওঠা যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী

ও বামপন্থী আদর্শের প্রতি শেষ জীবন পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। তিনি যুক্তির কাছে মাথা নত করতে কখনও দ্বিধা করেন নি। অযৌক্তিক কোনো চাপও তাঁকে হার মানাতে পারে নি।

তবে, তাঁর শেষ জীবন তাঁর নামের ব্যঙ্গ হিসেবে খুবই 'দুঃখময়' কেটেছে। একমাত্র পুত্র আগে থেকেই Schizophernia-তে আক্রান্ত ছিল। তিনি Glaucoma ও Cataract-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরিবারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল হয়েছিল—কেবল তাঁর বড়দা হিরণ্ময় ভট্টাচার্য তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। কয়েকজন বন্ধুও যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছিলেন—এদের মধ্যে তাঁর সহপাঠী এবং বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাঃ মনোজ ভট্টাচার্য ছিলেন অন্যতম।

অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা কাজ করেছি। তাঁদেরই একজনের বক্তব্য অনুযায়ী 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে দেওয়ালির রাতে আকাশে আলোর বিচিত্র খেলার মতো বর্ণাঢ্য এবং বহুবিধ কর্মকাণ্ডে নিজেদের বিস্তার করে ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্যের সঙ্গেই অন্তর্নিহিত হল। এর থেকেই বোঝা যায় এই সব কাজে তাঁর ভূমিকা একক না হলেও কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দুই হুজুরের গপ্পো—একটি কাল্পনিক সংলাপ - ২

বসুরায়চৌধুরী

১ম।। কি রে! অমন তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছিস কেন? ডিয়ার লটারির টিকিট পেলি নাকি?

২য়।। তার চেয়েও বেশি। কাল সারাদুপুর লাইনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড পেয়েছি। কেল্লা ফতে!

১ম।। অর্থাৎ এখন আর অসুখ করলে চিন্তা নেই!

২য়।। বটেই তো! যাই বলিস, মোদিজীর আয়ুষ্মান ভারত বা দিদির স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, দুটোই দারুণ ব্যাপার! চিকিৎসা নিয়ে ভারতবাসীকে আর চিন্তা করতে হবে না।

১ম।। আচ্ছা, তুই তো অর্থনীতির ছাত্র ছিলি?

২য়।। তোর সন্দেহ আছে! যত্তসব উদ্ভট প্রশ্ন। হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথীর কথা, এরমধ্যে অর্থনীতি আসে কি করে?

১ম।। আসে আসে, সবেতে অর্থনীতি আসে, জানতি পারো না। এখন স্বাস্থ্য একটা ব্যবসা, মানিস তো?

২য়।। (অনেকক্ষণ মাথা চুলকে) হ্যাঁ তা মানতেই হবে।

১ম।। তাহলে এর চাহিদাটা কি? আমাদের ডাক্তার দেখাবার ইচ্ছা আর যোগানটা হল ডাক্তার, নার্স, ওষুধসহ সমস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা। আচ্ছা, এবার বল বাজারে যে কোনো জিনিসের দাম কি করে ঠিক হয়?

২য়।। কেন, চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে। চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকলে দাম বাড়বে, আবার উল্টোটা হলে দাম কমবে।

১ম।। এই যে স্বাস্থ্যসাথী, আয়ুষ্মান ভারত বা মেডিক্লেম সবই তো চাহিদার দিক। স্বাস্থ্যের চাহিদাটাকে আরও একটু বাজার উপযোগী করা হল। কিন্তু যোগানের কি হলো? ডাক্তার, নার্স বা হাসপাতাল তো বাড়ানো হল না। তাহলে চিকিৎসা ব্যয় কমবে কি করে! ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া। ভারত বিশ্বের ওষুধ হাব। আর ভারতেই করোনা প্রতিষেধক নিয়ে হাহাকার চলছে। কেন্দ্র বা

রাজ্য সরকার দুজনেই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় না বাড়িয়ে বীমার দিকে নজর দিয়েছে। মানে, কর্পোরেটদের সুবিধে হচ্ছে। কিন্তু আমজনতা ফক্কা!

২য়।। ঠিক বলেছিস, যদি সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো হতো, গ্রামে গঞ্জে ভালো হাসপাতাল তৈরি হতো, ওষুধ কোম্পানীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো তবে আমাদের বেশি উপকার হতো।

১ম।। তবেই বোঝ! এরা তোর আমার কথা ভাবে না। শুধু কর্পোরেটদের মুনাফা বাড়াবার কথা চিন্তা করে। জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করে কখনোই দেশের স্বাস্থ্য ভালো হতে পারে না। পাঁচতারা হাসপাতাল যে করোনা মহামারী ঠেকাতে পারে না তা আজ সারা বিশ্বে প্রমাণিত।

২য়।। তাহলে এখন করণীয়?

১ম।। মানুষকে বোঝানো। আর জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করা চলবে না।

১ এপ্রিল থেকে ২০২১ - ২০২২ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

লিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধে ৭টা

২) ডঃ বিপ্লব আচার্য এম.এস।
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা

৩) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধে ৭টা

৪) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৬) ছন্দোলীনা মহামাত্র এম.এ (সাইকোলজি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা

.আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in